সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৪৬
WEEKLY BOOKLET:446

প্রশান্তিদায়ক আয়াত

আগে এটি পড়ুন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কালাম এতটাই হৃদয়গ্রাহী এবং রূহানিয়তপূর্ণ যে, যদি কেউ ভালোবাসা ও আদবের সহিত একাগ্রচিত্তে এবং একনিষ্ঠভাবে কুরআনে করীম তিলাওয়াত করার সময় এর অনুবাদের উপর চিন্তা করে, তবে আল্লাহ পাকের রহমতে তার অন্তরে অসীম শান্তি ও স্থিরতা নসীব হয়। পবিত্র কালামে এমন প্রশান্তি রয়েছে, যা দুনিয়ার অন্য কোনো বস্তুতে নেই। আমাদের প্রিয় আল্লাহ পাক নিজেই ইরশাদ করেন: আমার স্মরণে "অন্তরের প্রশান্তি" রয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় এমন কয়েকটি আয়াতে মুবারাকা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা নিজের অর্থ ও মর্মের বিচারে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং হৃদয়স্পর্শী। এই আয়াতে করীমাগুলোতে বিশেষভাবে শোকাতুর হৃদয়ের জন্য সান্ত্বনা, অস্থির চিত্তের জন্য স্থিরতা, পেরেশান গ্রস্থদের জন্য সুখ ও শান্তি এবং দুঃখ-কষ্টে জর্জরিতদের জন্য আরাম ও আনন্দের উপকরণ রয়েছে। শর্ত হলো; নিশ্চিন্ত মনে শান্ত পরিবেশে এই আয়াতে মুবারাকা এবং এগুলোর অনুবাদ মস্তিষ্কে বারবার আনুন এবং চিন্তা করুন যে, আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি কতটা ভালোবাসা ও আপনত্ব প্রকাশ করছেন। দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরণের বিষয়ের আয়াতগুলো নির্বাচনের কাজ চলছিল। আহলে সুন্নাতের মুফতি, মুফতি মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর এই ধরণের একটি ভিডিও ক্লিপ দেখলাম, তখন এই কাজটি জনসমক্ষে আনার মানসিকতা তৈরি হলো। আল্লাহ পাকের তৌফিকে আপাতত কয়েকটি আয়াতে মুবারাকা সম্বলিত এই পুস্তিকাটি উপস্থাপন করা হচ্ছে, اِنْ شَآءَ الله এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ পাক একে সকল উম্মতের জন্য উপকারী করুক এবং আমার, আমার পিতা-মাতা, উস্তাদদের এবং পীর-মুরশিদের বিনা হিসাবে মাগফিরাতের মাধ্যম করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মদীনার বিরহ, জান্নাতুল বাকী এবং মাগফিরাতের প্রত্যাশী

আবু মুহাম্মদ তাহের আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْهُ

১২ শাবান শরীফ ১৪৪৭ হি.। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

প্রশান্তিদায়ক আয়াত

দোয়ায়ে আত্তার: হে রাব্বে করীম! যে কেউ এই "প্রশান্তিদায়ক আয়াত" কিতাবটি পড়বে বা শুনবে, তার জীবন শান্তি ও খুশিতে ভরপুর করে দিন এবং তাকে পিতামাতা ও পরিবারসহ জান্নাতুল ফেরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযীলত

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মুসলমানের কাছে সদকা করার মতো কিছু নেই, সে যেন তার দোয়ায় এরূপ বলে: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ وَ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ। তো এটি যাকাত (অর্থাৎ সদকা) আর মুমিন কখনো কল্যাণ থেকে তৃপ্ত হয় না যতক্ষণ না জান্নাত তার ঠিকানা হয়।" (ইবনে হিব্বান, ২/১৩০, হাদীস: ৯০০)

হাদীসের ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি সদকা করার সামর্থ্য রাখে না, তার রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য আল্লাহ পাকের নিকট রহমতের দোয়া করা (অর্থাৎ দরুদে পাক প্রেরণ করা) তার জন্য সদকা।

(আস সিরাজুল মুনীর বিশরহে জামেউস সগীর, ২/২৩২)

www.dawateislami.net

اے مدینے کے تاجدار سلام　　اے غریبوں کے غمگسار سلام
تیری اِک اِک ادا پہ اے پیارے　　سو دُرود یں فدا ہزار سلام

এ মদীনে কে তাজেদার সালাম　　এ গরিবোঁ কে গমগুসার সালাম
তেরি এক এক আদা পে এ পেয়ারে　　সাও দরুদেঁ ফিদা হাজার সালাম

(যওকে নাত, পৃ: ১৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাফেযদের প্রতি বিস্ময় হয়

হযরত আবুল হাসান আহমদ বিন আবু হাওয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় ইবাদতগুজার ও দুনিয়াবিমুখ বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন: আমি কুরআন করীম তিলাওয়াত করলাম এবং এর প্রতিটি আয়াতে মুবারাকার ব্যাপারে চিন্তা করলাম, তবে আমার বিবেক বিস্মিত হয়ে গেল এবং কুরআন করীমের হাফেযদের প্রতি আমার খুব বিস্ময় হলো যে, তারা কীভাবে ঘুমায়, কীভাবে চলাফেরা করে এবং দুনিয়ার কোনো কাজে কীভাবে ব্যস্ত হয়ে যায়, অথচ তারা আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করে। তারা যা তিলাওয়াত করে তা যদি বুঝত, তার হক চিনত, তা থেকে স্বাদ গ্রহণ করত এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করত, তবে খুশিতে তাদের ঘুম উড়ে যেত যে, আমাদের কেমন সম্পদ দান করা হয়েছে এবং কেমন আমলের তৌফিক দেওয়া হয়েছে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/২১, নম্বর ১৪৩৫৪)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে মাগফিরাত হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

میرے ربّ کا کلام ہے قرآں واہ کیا بات پیارے قرآں کی

মেরে রব কা কালাম হে কুরআন ওয়াহ কিয়া বাত পিয়ারে কুরআন কি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে কুরআন! আল্লাহ পাক তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এবং সর্বশেষ নবী, মাক্কী- মাদানী, মুহাম্মদে আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কিতাব "কুরআনে করীম" অবতীর্ণ করেছেন। এটি সেই মর্যাদা, বরকত ও রহমতের কিতাব, যাতে প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা বিদ্যমান। এই পবিত্র কালামে অদৃশ্যের সংবাদ, দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর করার পদ্ধতি এবং মুমিনদের জন্য বিশাল সুসংবাদ রয়েছে। আহ! যেন প্রতিদিন কুরআনে করীম তিলাওয়াত করা আমাদের রুটিন হয়ে যায় এবং আমাদেরও পবিত্র কালামের প্রকৃত স্বাদ নসীব হয়ে যায়। আমীন

২০ বার পুনরাবৃত্তি করেছেন

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সফর চলাকালীন এক রাত কাটিয়েছি। তখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" পাঠ করলেন, এরপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাঁদলেন এক পর্যায়ে জমিনে বসে পড়লেন। এরপর ২০ বার "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" পাঠ করলেন। প্রতিবার যখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করতেন তখন কাঁদতেন এক পর্যায়ে জমিনে বসে পড়তেন। এরপর ইরশাদ করলেন: যাঁর উপর রহমান ও রহীম দয়া করেন না, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

(আখলাকুন নবী লিল আসবাহানী, পৃ: ১১১, হাদীস: ৫৫১)

www.dawateislami.net

এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় রয়েছে: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" এর মর্মার্থ নিয়ে চিন্তা করার জন্য এর পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, কারণ এটি কুরআনে করীমের সমস্ত রহস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। **(ইত্তিহাফুস সাদাত, ৫/৮৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমাদের প্রিয় আকা, মক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন সাহিবে কুরআন এবং তিনি কুরআনে করীমের সমস্ত রহস্য সম্পর্কে অবগত। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র কালামের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম বুঝতেন। আপন উম্মতের শিক্ষা ও সংশোধনের জন্য এই ধরণের অনেক ঘটনা হাদীসে মুবারাকায় বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনের মিষ্টতায় অঝোরে কাঁদতেন

সমস্ত মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত যে, আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন কুরআনে করীম তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের চোখের পানির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারতেন না (অর্থাৎ অঝোরে কাঁদতে শুরু করতেন)। **(শুআবুল ঈমান, ১/৪৯৩. হাদীস: ৮০৬)**

কালামুল্লাহর স্বাদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি বাস্তবতা যে, হীরার কদর জহুরিই জানতে পারে। একইভাবে আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম কুরআনে করীমে চিন্তা-গবেষণা করা প্রত্যেকের সাধ্যের কথা নয়, বরং এটি শুধুমাত্র উলামায়ে

www.dawateislami.net

কিরাম كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام করতে পারেন; কারণ তাঁদের নিকট চিন্তাশীল ভাবনা, জ্ঞান এবং বোধ রয়েছে। আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে যদি আমাদেরও কুরআনে করীমের তিলাওয়াত এবং এর অর্থ ও মর্মের প্রকৃত পরিচয় নসীব হয়, তবে এই পবিত্র কালামে এমন স্বাদ রয়েছে, যা দুনিয়ার অন্য কোনো বস্তুতে নেই। বরং মন চাইবে শুধু কুরআনে করীমই তিলাওয়াত করতে থাকি। মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কুরআনে করীম এত বেশি তিলাওয়াত করতেন যে, কুরআনে করীমের কপিটি (অত্যধিক ব্যবহারের কারণে) জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৩০৭) তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "যদি তোমাদের অন্তর পবিত্র হতো, তবে কুরআনে করীম থেকে কখনো তৃপ্ত হতে না এবং আমি কোনো দিন বা রাত কুরআনে মাজীদ তিলাওয়াত করা ছাড়া কাটানো পছন্দ করি না।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৫০, নম্বর ১০৮১৩) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে মাগফিরাত হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

سُبْحٰنَ اللهِ! আহ! জামেউল কুরআন, মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান বিন আফফান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উসিলায় আমাদেরও যেন তিলাওয়াতে কুরআনের আগ্রহ ও অনুরাগ নসীব হয়ে যায়। আহ! আমরাও যেন কুরআনের প্রকৃত স্বাদ এবং রূহানি প্রশান্তি লাভ করতে পারি।

تمہیں کو جامعِ قرآن کا حق نے دیا منصب　　عطا قرآں کو کر کے جمع کی اُمّت کو آسانی

তুমহি কো জামে কুরআন কা হক নে দিয়া মনসব
আতা কুরআঁ কো কর কে জমা কি উম্মত কো আসানি

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৫৮৪)

www.dawateislami.net

কানে আঙুল দিয়ে নিতেন

বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত মূসা কালীমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام যখন তূর পাহাড়ে আল্লাহ পাকের সাথে কথোপকথনের পর পুনরায় মানুষের মাঝে ফিরে আসতেন, তখন (আল্লাহ পাকের সাথে কথোপকথন থেকে পাওয়া স্বাদের কারণে) মানুষের কথাবার্তা শোনা তাঁর কাছে অস্বস্তিকর মনে হতো এবং তিনি তাঁর মুবারক কানে আঙুল ঢুকিয়ে নিতেন।

(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৪৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে এজামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এমন অসংখ্য ঘটনা কিতাবে বিদ্যমান, যাতে তাঁরা সারা রাত কালামুল্লাহর স্বাদে তৃপ্ত হতেন এবং এই স্বাদে এমন আবেশ পেতেন যে, তাঁদের দীর্ঘ রাত কেটে যাওয়ার খবর পর্যন্ত থাকত না।

একদিকে এই পবিত্র সত্তাদের নির্মল অবস্থা আর অন্যদিকে আমরা। প্রথমত আমরা গুনাহগাররা কুরআনে করীমের তিলাওয়াতের সৌভাগ্য খুব কমই লাভ করি; যদি তৌফিক অর্জিত হয়েও যায় তবে মন চায় যে, দ্রুত কুরআন খতম হয়ে যাক। বারবার মুখ দিয়ে কুরআনে করীম পড়ছি কিন্তু অন্তর দুনিয়ার চিন্তা এবং মানসিকতা নিত্যনতুন ভাবনায় ব্যস্ত থাকে। অমনোযোগিতা এবং অনাগ্রহের সাথে আল্লাহ পাকের কালাম তিলাওয়াতকারীদের বিষয়ে একটি শিক্ষণীয় বর্ণনা পড়ুন এবং শিক্ষা অর্জন করুন:

www.dawateislami.net

তোমার কাছে কি আমার কোনো মর্যাদা নেই?

হযরত শেখ আবু তালিব মাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি তাওরাতে আল্লাহ পাকের এই বাণী পড়েছি। আল্লাহ পাক বান্দাকে ইরশাদ করেন: "হে আমার বান্দা! তোমার কি আমার প্রতি লজ্জা হয় না? যদি তুমি হেঁটে যাও আর তোমার কাছে কোনো বন্ধু বা ভাইয়ের চিঠি আসে তবে তুমি তা পড়ার জন্য রাস্তা থেকে সরে বসে পড়ো, এরপর তার প্রতিটি অক্ষর মনোযোগ দিয়ে পড়ো, যাতে কোনো কিছু বাদ না যায়। আর এটি আমার কিতাব, আমি একে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। একটু তাকিয়ে দেখো তো! আমি তোমাকে এই কিতাবে কত নির্দেশ প্রদান করেছি এবং সেগুলো বারবার উল্লেখ করেছি যাতে তুমি সেগুলোর উপর চিন্তা-গবেষণা করো? তবুও তুমি বিমুখ হয়ে আছো। তোমার কাছে আমার মর্যাদা কি তোমার ঐ ভাইদের চেয়েও কম? হে আমার বান্দা! যখন তোমার কোনো ভাই তোমার কাছে বসে তখন তুমি তার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হও এবং তার কথা মন দিয়ে শোনো যে, যদি কোনো ব্যক্তি তোমার সাথে কথা বলে বা অন্য কোনো কাজে লিপ্ত করার চেষ্টা করে তবে তাকে ইশারায় চুপ করিয়ে দাও। আর এদিকে আমি তোমার প্রতি রহমতের দৃষ্টি প্রদান করি এবং তোমাকে সম্বোধন করি কিন্তু তুমি আমার থেকে নিজের মন সরিয়ে রাখো। তবে তুমি আমাকে তোমার ভাইয়ের চেয়েও কম মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে রেখেছ।" (কুতুল কুলুব, ১/১০৯)

মোবারক কিতাব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে করীম তিলাওয়াত একাগ্রতা, আনন্দচিত্তে এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে করুন। আর সাথে 'কানযুল ঈমানের অনুবাদ' অথবা 'সহজ কুরআনের অনুবাদ কানযুল ইরফান' সামনে থাকলে

www.dawateislami.net

কিছু আয়াতে মুবারাকা অর্থের বিচারে এতটাই সহজবোধ্য হয় যে, বান্দা কিছুক্ষণ থেমে চিন্তা করলে সে বুঝে যাবে যে, "আমার দয়ালু আল্লাহ আমাকে কী বলছেন।" একইভাবে কিছু আয়াতে মুবারাকা হৃদয়ে এতটাই প্রশান্তি প্রদান করার মতো সুসংবাদ সম্বলিত হয় যে, যদি চিন্তা-ভাবনা করি তবে খোদায়ী রহমতে চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হবে যে, কোথায় আমি উদাসীন ও অলস বান্দা আর কোথায় আমার রহীম ও করীম পরওয়ারদিগার। তিলাওয়াত করার সময় কাঁদার চেষ্টা করা উচিত, কারণ হাদীসে পাকে রয়েছে: নিশ্চয়ই এই কুরআন ভাব গাম্ভির্যতার সহিত অবতীর্ণ হয়েছে, তাই যখন তোমরা এটি পড়বে তখন কাঁদো আর যদি কাঁদতে না পারো তবে কাঁদার মতো আকৃতি বানাও। (ইবনে মাজাহ, ২/১২৯, হাদীস: ১৩৩৭)

দুঃখের অবস্থা সৃষ্টি করার পদ্ধতি

কুরআনে করীম তিলাওয়াতের সময় অন্তরে দুঃখ সৃষ্টি করার পদ্ধতি হলো; বান্দা কুরআনে করীমে বিদ্যমান উপদেশ, ভীতিকর বিষয়সমূহ এবং প্রতিশ্রুতিগুলো স্মরণ করবে। এরপর আল্লাহ পাকের হুকুম এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো সম্পর্কে নিজের ত্রুটিগুলোর উপর চিন্তা করবে, তবে নিশ্চয়ই তার অন্তরে দুঃখ সৃষ্টি হবে এবং চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসবে আর যদি দুঃখ না হয় এবং অশ্রু না আসে, যেভাবে পরিষ্কার অন্তরওয়ালাদের অন্তর কেঁদে উঠে, তবে তার না কাঁদা এবং দুঃখিত না হওয়ার জন্য কাঁদা উচিত; কারণ এটি (অর্থাৎ অন্তরের কঠোরতা) সবচেয়ে বড় বিপদ। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৬৮)

www.dawateislami.net

মাঝে মাঝে এমনও করুন

আল্লাহ পাকের কালাম তিলাওয়াতের সময় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আদবগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে চিন্তা-গবেষণা করুন, কারণ তিলাওয়াতে কুরআনের এটিই উদ্দেশ্য। কুরআনে করীমে কতযে আয়াতে মুবারাকায় শোকাতুরদের জন্য প্রশান্তির বর্ণনা রয়েছে, কতযে আয়াতে মুবারাকায় সহায়হীনদের জন্য আশ্রয় রয়েছে। একটু চিন্তা করুন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার সত্তায় তাঁর কতযে নেয়ামত রেখেছেন, রাব্বে করীম এই দুনিয়ায় আমার জন্য কতযে আরাম-আয়েশ সৃষ্টি করেছেন। যদি আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত জীবন তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী অতিবাহিত করি, তবে আমার জন্য কবর ও হাশরে এমন ভোগ-বিলাসের সরঞ্জাম হবে, যা কোনো চোখ দেখেনি এবং কোনো কান শোনেনি। আমার রাব্বে করীম কুরআন করীমের আকারে আমার নির্দেশনার জন্য কতযে মহিমা ও মর্যাদাপূর্ণ কিতাব আমাকে প্রদান করেছেন। এই বরকতময় কিতাবের যিয়ারত করে একটু কল্পনা তো করুন যে, এটি সেই পবিত্র কিতাব, যার আল্লাহ পাকের কালাম হওয়ার বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই পবিত্র কালামের মর্যাদা ও অবস্থান এতটাই সুউচ্চ যে, এই মোবারক কিতাব স্পর্শ করার জন্য পবিত্র হওয়া জরুরি। যে কেউ এই পবিত্র কিতাবে হাত লাগাতে পারবে না বরং হুকুম হলো; আগে অযু করে বাহ্যিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এরপর পবিত্র কালাম স্পর্শ করবে।

এখন কুরআনে করীম হাতে নিয়ে একটু কল্পনা করুন যে, নিশ্চয়ই এটি সেই পবিত্র কালাম যার প্রতিটি হরফ আমাদের প্রিয় এবং সর্বশেষ নবী, মাক্কী-মাদানী, মুহাম্মদে আরাবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক যবান থেকে আদায় হয়েছে। আমি আমার প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা কীভাবে আদায় করব

www.dawateislami.net

যে, তিনি আমাকে এই পবিত্র কালাম শুধু পড়ার অনুমতিই প্রদান করেননি বরং পড়া, যিয়ারত করা, চুম্বন করা এবং স্পর্শ করাতে আমার জন্য অনেক বেশি সাওয়াব রেখেছেন। আমার প্রতিপালকের আমার প্রতি কত বড় অনুগ্রহ। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ

পবিত্র কালাম চুম্বন করা কেমন?

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুসহাফ (অর্থাৎ কুরআন) শরীফকে সম্মানার্থে মাথায়, চোখে এবং বুকে লাগানো এবং চুম্বন করা জায়িয ও মুস্তাহাব। কারণ সেটি আল্লাহ পাকের বড় নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং নিদর্শনাবলীর সম্মান অন্তরের পরহেযগারি থেকে আসে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৩৫৬)

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রতিদিন সকালে মুসহাফ (কুরআন করীম) চুম্বন করতেন এবং বলতেন: এটি আমার রবের অঙ্গীকার এবং তাঁর কিতাব। মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও কুরআনে করীম চুম্বন করতেন এবং চেহারার সাথে স্পর্শ করতেন। (দুররে মুখতার, ৯/৬৩৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মুবারক ধরন আমাদের জন্য রোল মডেল (অর্থাৎ অনন্য উদাহরণ)। আহ! আমরাও প্রতিদিন কমপক্ষে একবার কুরআনে করীম হাতে নিতাম, চুম্বন করতাম এবং চোখে লাগাতাম। আল্লাহ পাকের রহমতে অসম্ভব কি যে, এর বরকতে কিয়ামতের দিন আমাদের শরীরের ঐসব অঙ্গ যা কুরআনে করীমের সাথে স্পর্শ হয়েছে সেগুলোকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যখন ঐ

www.dawateislami.net

অঙ্গগুলোকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না তখন অন্য অঙ্গগুলোকে কীভাবে জ্বালাবে?

نارِ دوزخ میں وہ نہ جائے گا　　باغِ جنت خدا سے پائے گا
جو حقیقی ہے عاشقِ قرآں　　واہ کیا بات ماہِ قرآں کی

নারে দোযখ মে ওহ না জায়ে গা　　বাগে জান্নাত খোদা সে পায়ে গা
জো হাকীকী হে আশিকে কুরআন　　ওয়াহ কেয়া বাত মাহে কুরআন কি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরআনী রহস্য ও গূঢ় তত্ত্ব

একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি একটি সূরা শুরু করি এবং তাতে এমন বিষয়ের পর্যবেক্ষণ করি যে, সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকি অথচ ঐ সূরাটি সম্পন্ন হয় না। একইভাবে কিছু বুযুর্গ যখন কুরআনে করীমের কোনো আয়াত পড়তেন এবং অন্তর ঐ দিকে মনোযোগী না হতো তবে তা পুনরায় পড়তেন।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৭৫)

জালিমের জন্য তীর এবং মজলুমের জন্য মলম

কোটি কোটি শাফেয়ীদের ইমাম হযরত মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস প্রসিদ্ধি ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: কুরআনে করীমের প্রতিটি আয়াত জালিমের অন্তরে তীরের মতো এবং মজলুমের অন্তরের জন্য মলমের মতো। আরয করা হলো: সেটি কীভাবে? বললেন: আল্লাহ পাক পারা: ১৬, সূরা মরিয়মে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৬৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "এবং হুযুরের প্রতিপালক ভুলে যান না।"

ভঙ্গ হৃদয়কে সান্ত্বনা দানকারী আয়াতে করীমা

হে আশিকানে কুরআন! ১৩তম পারায় সূরা ইউসুফের ৮৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর চরম বিনয় ও নম্রতার আলোচনা রয়েছে। যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّیْ وَ حُزْنِیْۤ اِلَى اللّٰهِ

(পারা: ১৩, সূরা: ইউসুফ, আয়াত: ৮৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: বললো, 'আমি তো আমার বেদনা ও দুঃখের ফরিয়াদ আল্লাহরই নিকট করছি।

অনুগ্রহ করে এই আয়াতে মুবারাকাটির বিষয়ে থামুন, একটু চিন্তা করুন!!!

হতে পারে আপনি কোনো বিপদে ফেঁসে আছেন, কোনো রোগের শিকার, কোনো বিপদ ও মুসিবতের সম্মুখীন, কোনো পরীক্ষার মুহূর্ত অতিবাহিত করছেন অথবা ঋণের বোঝা আপনাকে লোকজনকে মুখ দেখানোর যোগ্য রাখেনি, এমন যেকোনো অবস্থায় একটু এই আয়াতে মুবারাকার তিলাওয়াত করে একটু থামুন। এর অনুবাদ শান্ত মনে পড়ুন এবং কল্পনা করুন যে, এই মুবারক শব্দগুলোর ভেতরে কিরূপ পরিবেশ ও প্রশান্তি এবং আল্লাহ পাকের প্রতি তাওয়াক্কুল ও ভরসার বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতে মুবারাকার অনুবাদ কল্পনায় রেখে নির্জনে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে আরয করুন:

www.dawateislami.net

“হে আমার মাওলা! আমি তো আমার পেরেশানি এবং দুঃখের ফরিয়াদ তোমার নিকটই করি। হে আমার মওলা! আমি কোন অবস্থায় আছি তুমি সবই জানো।”

হয়তো পরিস্থিতির সংকীর্ণতা এবং অস্থির অবস্থায় আপনা-আপনি আপনার চোখ থেকে টপ টপ করে অশ্রু ঝরে পড়বে। বিশ্বাস করুন, এগুলো দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত। ঐ সময় রহমত অবতীর্ণ হচ্ছে, এগুলোকে গনীমত মনে করুন এবং নিজেদের মনের বাসনা ও জায়িয দোয়া রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে উপস্থাপন করুন। ঐ রহীম ও করীম সত্তা আমাদের প্রতি প্রতিটি মুহূর্তে মনোযোগী। শুধু আমাদের মনোযোগী হতে হবে। ব্যাস এরপর দেখুন কীভাবে আপনার জটিলতাগুলো খুলতে শুরু করবে। মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

کیوں کر نہ میرے کام بنیں غیب سے حسنؔ
بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا

কিউঁ কর না মেরে কাম বনে গাইব সে হাসান
বান্দাহ ভি হু তো ক্যায়সে বড়ে কারসায কা

(যওকে নাত, পৃ. ১৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অসহায় ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিতদের জন্য সুসংবাদ

আল্লাহ পাক পারা: ২০, সূরা নামল, ৬২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ

(পারা: ২০, সূরা: নামল, আয়াত: ৬২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "না তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন যখন তাঁকে আহ্বান করে এবং দূরীভূত করে দেন।"

আল্লাহ পাকের এই মহান বাণীর তাফসীরে একজন আরিফ (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভকারী বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) বলেন: এখানে অসহায় ও আর্ত বলতে ঐ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে দোয়া চায়, তখন নিজের ও আল্লাহ পাকের মাঝে নিজের কোনো নেকির দিকে তাকায় না, যার কারণে সে কোনো বস্তুর (অর্থাৎ উপহার) হকদার হতে পারে; বরং এভাবে আরয করে: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোনো বদলা ছাড়াই ঐ বস্তু দান করো। (কুতুল কুলুব, ২/৫৮৬) সুফিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: দিলের অস্থিরতা দোয়া কবুল হওয়ার জন্য মহৌষধ।

অনুগ্রহ পূর্বক এই আয়াতে মুবারাকাটির বিষয়ে থামুন, একটু চিন্তা করুন!!!

একটু চিন্তা করুন! আল্লাহ পাক এই আয়াতে মুবারাকায় তাঁর সমস্ত বান্দাদের কতটা নিজের দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে আশ্বস্ত করছেন। তিনি দোয়া সবারই শোনেন কিন্তু অসহায় এবং নিঃস্বদের দোয়া বিশেষভাবে শোনেন। আর শুধু শোনেনই না বরং তার দোয়া কবুল করে তাকে পেরেশানকারী প্রতিটি জিনিস তার থেকে দূর করে দেন।

নির্জনে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে কুরআনে করীমের যিয়ারত করতে করতে এই আয়াতে মুবারাকা বা এর অনুবাদ পড়ুন এবং এরপর একে একে

www.dawateislami.net

আপনার পেরেশানি, দুঃখ, বেদনা, আপনার আটকে থাকা কাজ এবং আপনার বা আপনার প্রিয়জনদের অসুস্থতা, এমনকি ঐসব রোগ যেগুলোর বিষয়ে ডাক্তাররা জাওয়াব দিয়ে দিয়েছেন, এই সবকিছু মাথায় আনুন এবং এই আয়াতে মুবারাকার ওযিফা করতে করতে আল্লাহর দরবারে আরয করুন:

হে আমার মালিক! আমি দুর্বল, অক্ষম, অসহায়, নিঃস্ব, এদিক সেদিক ঠোকর ব্যক্তি খাওয়া তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। তোমার দয়াময় দরবারে প্রতিটি অপরাধী আশ্রয় পেয়ে যায়। আমি তোমার নবীর উম্মত, তোমার বান্দা তোমার দরবারে নিজের অপারগতা নিয়ে এসেছি। আমাকে দ্বারে দ্বারে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নাও। আমার মাওলা! তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। অতঃপর দেখুন অন্তরে কতটা প্রশান্তি লাভ হয়। মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কত চমৎকার বলেছেন:

اِس بے کسی میں دِل کو مِرے ٹیک لگ گئی　　شہرہ سنا جو رحمتِ بے کس نواز کا

ইস বে-কসি মেঁ দিল কো মেরি টেক লগ গেয়ি
শোহরা সুনা জো রহমতে বে-কস নেওয়াজ কা

(যওকে নাত, পৃ:১৭)

কখনো বঞ্চিত হইনি

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর দরবারে নেক সন্তানের জন্য দোয়া করলেন। ঐ মুবারক দোয়ায় চূড়ান্ত বিনয় ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে এবং খোদায়ী রহমতের উপর আস্থার ভিত্তিতে আরয করেন:

www.dawateislami.net

وَلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآىِٕكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝۴

(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহবান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি।

অনুগ্রহ করে এই আয়াতে মুবারাকাটির বিষয়ে থামুন, একটু চিন্তা করুন!!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক দোয়া অবশ্যই কবুল করেন বিশেষভাবে নেককারদের এবং তাঁদের চেয়েও বড় আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام দের। কিন্তু এই মুবারক শব্দগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, আল্লাহ পাকের প্রতি কতটা পূর্ণ বিশ্বাস এবং তাওয়াক্কুলের বহিঃপ্রকাশ। আজ যদি আমরাও আমাদের পরীক্ষায়, বিপদে, আপদে, দ্বারে দ্বারে লাঞ্ছিত হওয়ার এবং বিভিন্ন সুপারিশে নিজেদের সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে সবার আগে আল্লাহ পাকের দরবারে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে কান্নাকাটি করে আরয করি, অসম্ভব কি যে, শূন্যে তোলা হাত এখনো নিচে নামেনি আর আমাদের প্রয়োজন ও চাহিদাগুলো পূর্ণ করে দেওয়া হলো। কিন্তু এর জন্য পরিপূর্ণ বিশ্বাস পূর্বশর্ত। যদি পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া চেয়ে চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে কেঁদে কেঁদে হযরত যাকারিয়া عَلَيۡهِ السَّلَام এর আদায় করা এই মুবারক শব্দগুলো বলুন। হতে পারে আপনার প্রতিও দয়ার দরজা খুলে যাবে এবং মনের আশা পূর্ণ হয়ে যাবে। আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه আরয করেন:

ہاتھ اٹھتے ہی بَر آئے ہر مُدّعا　　　وہ دعاؤں میں مولیٰ اثر چاہیے

www.dawateislami.net

হাথ উঠতে হি বর আয়ে হার মুদ্দআ ওহ দোয়াও মে মওলা আসার চাহিয়ে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৫১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যখন জালিমের জুলুমে হাঁপিয়ে উঠবেন

খোদা না করুক কখনো জালিমের জুলুম ও নিপীড়ন সহ্য করার হিম্মত হারিয়ে ফেললে হযরত নূহ নাজিউল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর আদায় করা মুবারক শব্দগুলো, যা এই আয়াতে মুবারাকায় রয়েছে, সেগুলো বা সেগুলোর অনুবাদ পড়ে নিজের অন্তরকে সান্ত্বনা দিন। পারা: ২৭, সূরা: ক্বামার, ১০ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ﴿۱۰﴾

(পারা: ২৭, সূরা: ক্বামার, আয়াত: ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি পরাস্ত, তুমি আমার বদলা নাও!

অনুগ্রহ করে এই আয়াতে মুবারাকাটির বিষয়ে থামুন, একটু চিন্তা করুন!!!

এই আয়াতে মুবারাকার অনুবাদ মনে রেখে আল্লাহর দরবারে আরয করুন: হে আল্লাহ পাক! আমি জালিমের জুলুম ও নিপীড়নে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমাতে তার মোকাবিলা করার শক্তি নেই। আপনিই আমার সবকিছু। মাওলা! আমি পরাস্ত, তুমি আমার বদলা নাও।

আমার মালিক ও মাওলা! নফস ও শয়তান বড় অবাধ্য এবং জালিম। এরা গুনাহে লিপ্ত করে আমাকে ধ্বংসের গভীর গর্তে ঠেলে দিতে চায়। আমার ভেতরে এদের সাথে লড়াই করার শক্তি নেই। মাওলা! তুমি আমার বদলা

www.dawateislami.net

নাও। আমাকে হিম্মত দাও। আমাকে শক্তি দাও যেন আমি এই জালিমদের কবল থেকে বেরিয়ে তোমার পথে চলতে পারি। তোমার প্রিয় নবী, মাক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরাবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর চলি, নেকির দাওয়াত দিই, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ করি, গুনাহ থেকে বাঁচি। তোমার পবিত্র ঘর (অর্থাৎ মসজিদ) পূর্ণ করার জন্য সবাইকে নামাযের দাওয়াত দিই, ফজরের জন্যও জাগাই। মাওলা! নফস ও শয়তান জিতে গেছে, আমি পরাস্ত হয়ে গেছি। হে আমার মাওলা! তুমি আমার বদলা নাও।

শয়তান কুকুর

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব 'মিনহাজুল আবেদীন'-এ লিখেন: একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শয়তানকে তাড়ানোর পদ্ধতি এটিই যে, আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাইতে থাকুন। কারণ শয়তান একটি কুকুর, যাকে আল্লাহ পাক আপনার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি তার সাথে লড়তে এবং তাকে তাড়াতে লেগে যান তবে হাঁপিয়ে যাবেন এবং এই কুকুর আপনার উপর জিতে গিয়ে আপনাকে কামড়াবে এবং ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে। অতএব এই কুকুরের মালিক অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দিকে ফিরে যাওয়াই বেশি উত্তম, যাতে তিনি তাকে আপনার থেকে দূরে সরিয়ে দেন। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ৪৬)

نفس و شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تُو چھڑا یارب

নফস ও শয়তান হো গেয়ে গালিব উন কে চুঙ্গল সে তু ছুড়া ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের নিকট সমর্পণ

এটি সত্য যে "তকদীরের গিঁট তদবীরের নখ কখনো খুলতে পারে না।" আল্লাহ পাক যা কিছু আমাদের তকদীরে লিখে দিয়েছেন তা প্রতিটি অবস্থায় আমাদের আসবেই। কিন্তু যদি আমরা আল্লাহওয়ালাদের ধরন ও ঘটনাবলী পড়ি, তবে অবাক হয়ে যাব যে, কীভাবে তাঁরা নিজেদের সমস্ত অবস্থাকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করেছিলেন এবং তাঁদের কাজ হতেই থাকল। হযরত ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام কার্য সমর্পণের উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন। তাঁকে শহীদ করার জন্য যখন পাপিষ্ঠ নমরুদ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আগুন জ্বালাল এবং তাঁকে তাতে নিক্ষেপ করল, তখন আগুনে পৌঁছানোর আগে ফেরেশতাদের সর্দার হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام হাজির হয়ে আরয করলেন: আমার থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলুন। তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিন্তু আপনার থেকে নয়, আমার প্রতিপালকের থেকে। হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: তবে তাঁরই দরবারে আরয করুন। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এতে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা সোনালী হরফে লেখার মতো। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমার অবস্থা সম্পর্কে আমার প্রতিপালক অবগত আছেন, আমার আরয করার প্রয়োজন নেই। **(তাফসীরে কবীর, পারা: ১৭, সূরা আম্বিয়া, ৬৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/১৫৮)**

جانتا ہے میرا ربِ جلیل　　آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل

জানতা হে মেরা রব্বে জলীল　　আগ মে জাতা হে উস কা খলীল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে কাজে বিপদের ভয় থাকে তাতে এরূপ আশা করা যে, আল্লাহ পাক মঙ্গলের হেফাযত করবেন, একে সমর্পণ বলা

www.dawateislami.net

হয়। আর এটি তাসাউফের একটি বিশেষ পরিভাষা। নিশ্চয়ই আল্লাহর দরবারে দোয়া করা তাকদীরের বিরুধী নয়। কিন্তু আমরা তো নিজেদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে Over Thinking (গভীর চিন্তা)-এর শিকার হয়ে যাই। মেয়ে জন্মানোর খবর পেলে কোনো নির্বোধ ঐ মুহূর্তেই বাচ্চার লালন-পালন, যৌতুক এবং বিয়ে ইত্যাদি সম্পর্কে ভেবে ভেবে জান শেষ করে দেয় এবং মেয়ে জন্মানোর জন্য আফসোস প্রকাশ করে, যা অমুসলিমদের পদ্ধতি; অথচ মেয়ে আল্লাহ পাকের রহমত এবং বড় নেয়ামত যার জন্য তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। জানি না এই ধরণের দৈনন্দিন জীবনের কত কাজ আছে, যেগুলোর বিষয়ে অনেক আগে থেকেই ভাবতে শুরু করি এবং এরপর নিজেই ফলাফল বের করে দুঃখ ও কষ্টের সাগরে হারিয়ে যাই। এমন মুহূর্তে আল্লাহ পাকের চমৎকার চমৎকার পবিত্র কালামের প্রতি মনোযোগী হোন এবং পারা: ২৪, সূরা: মুমিন, আয়াত: ৪৪ থেকে সাহায্য নিয়ে নিজেকে বলুন: (যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:)

وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۴۴﴾

(পারা: ২৪, সূরা: মুমিন, আয়াত: ৪৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমি আপন কর্ম আল্লাহরই দিকে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

অনুগ্রহ করে এই আয়াতে মুবারাকাটির বিষয়ে থামুন, একটু চিন্তা করুন!!!

শান্ত চিত্তে এবং একনিষ্ঠতার সাথে নির্জনে এই আয়াতে করীমার অনুবাদের উপর চিন্তা করে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করুন এবং ঐ স্বাদ অনুভব করুন, যার বর্ণনা এই আয়াতে করীমায় রয়েছে। এতে বিদ্যমান শব্দগুলো কতটা সাহস যোগায় এবং মনোবল বাড়ায়। যদি مَعَاذَاللّٰه ঘরে সন্তানের জন্মের

www.dawateislami.net

পর তাদের লালন-পালনের খরচ না থাকা অবস্থায় নফস ও শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, তবে নিজেকে বলুন: আমার প্রতিপালক প্রতিদিন পিঁপড়াকে 'কণা' এবং হাতিকে 'মণ' দান করেন, তিনি আমাকে কীভাবে বঞ্চিত রাখবেন। সাময়িক পরীক্ষা এবং এই সময়ও পার হয়ে যাবে। একটি নীল তিমির প্রতিদিনের খাদ্য কয়েক টন কিন্তু আমার দয়ালু আল্লাহ সমুদ্রের গভীরে নিজের ঐ সৃষ্টিকেও রিযিক দান করছেন; তিনি আমাকেও দান করবেন। বরং দুনিয়ায় জন্ম নেওয়া প্রতিটি প্রাণীকে যতদিন দুনিয়ায় জীবিত থাকতে হবে ততটুকু রিযিক তিনি তাদের তাকদীরে লিখে দিয়েছেন এবং তা মিলবেই। অতএব আমি কেন বাচ্চাদের জন্ম বা মেয়ে জন্ম নেওয়ার ব্যাপারে তার বিয়ে ও যৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে দুঃখ করব? যিনি মায়ের পেটে তাদের খাদ্য সরবরাহ করেছেন তিনিই দুনিয়ায় আসার পরও রিযিক দান করবেন। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো: তুমি কোত্থেকে খাও? সে নিজের মুখের দিকে ইশারা করে বলল: যিনি এই যাঁতা বানিয়েছেন তিনি একে পেষার জন্য শস্যও দেন।

(আল মুস্তাতরাফ, ১/১২৪)

ہماری بگڑی بنی اُن کے اِختیار میں ہے
سپرد اُنہیں کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں

হামারি বিগড়ি বনি উন কে ইখতিয়ার মেঁ হে
সিপুর্দ উনহে কে হে সব কারবার হাম ভি হে

মাওলার উপর আশা রাখুন

হযরত ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তুমি তোমার অবস্থা আল্লাহ পাকের নিকট সমর্পণ করে তাঁর নিকট দোয়া করবে যে, তিনি তোমার

www.dawateislami.net

জন্য ঐ জিনিস নির্ধারিত করেন যাতে তোমার মঙ্গল রয়েছে, তবে তুমি কল্যাণ ও মঙ্গল-ই লাভ করবে। তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত মূসা কালীমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام যখন এই বাক্য:

وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۴۴﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "এবং আমি আপন কর্ম আল্লাহরই দিকে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।"

আদায় করলেন, তখন তার ঠিক পরেই পরবর্তী আয়াতে করীমায় বিদ্যমান রয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁকে ফেরাউনের মন্দ থেকে বাঁচিয়ে নিলেন এবং দুশমনদের উপর তাঁকে সাহায্য করলেন। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ২৪৬)**

اِرادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو
تلاطُم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے

ইরাদে জিন কে পুখতা হো নজর জিন কি খোদা পর হো
তালাতুম খেয মৌজোঁ সে ওহ ঘাবরায়া নেহি করতে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

আগে এটি পড়ুন ১
দোয়ায়ে আত্তারঃ ২
দরুদ শরীফের ফযীলত.....২
হাফেযদের প্রতি বিস্ময় হয়.....৩
২০ বার পুনরাবৃত্তি করেছেন.....৪
কুরআনের মিষ্টতায় অঝোরে কাঁদতেন ৫
কালামুল্লাহর স্বাদ.....৫
কানে আঙুল দিয়ে নিতেন.....৭
তোমার কাছে কি আমার কোনো মর্যাদা নেই? ৮
মোবারক কিতাব ৮
দুঃখের অবস্থা সৃষ্টি করার পদ্ধতি.....৯
মাঝে মাঝে এমনও করুন ১০
পবিত্র কালাম চুম্বন করা কেমন?.....১১
কুরআনী রহস্য ও গূঢ় তত্ত্ব.....১২
জালিমের জন্য তীর এবং মজলুমের জন্য মলম ১২
ভঙ্গ হৃদয়কে সান্ত্বনা দানকারী আয়াতে করীমা.....১৩
অনুগ্রহ করে এই আয়াতে মুবারাকাটির বিষয়ে থামুন, একটু চিন্তা করুন!!!.....১৩
অসহায় ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিতদের জন্য সুসংবাদ.....১৪
অনুগ্রহ পূর্বক এই আয়াতে মুবারাকাটির বিষয়ে থামুন, একটু চিন্তা করুন!!!.....১৫
কখনো বঞ্চিত হইনি ১৬
অনুগ্রহ করে এই আয়াতে মুবারাকাটির বিষয়ে থামুন, একটু চিন্তা করুন!!!.....১৭
যখন জালিমের জুলুমে হাঁপিয়ে উঠবেন.....১৮
অনুগ্রহ করে এই আয়াতে মুবারাকাটির বিষয়ে থামুন, একটু চিন্তা করুন!!!.....১৮
শয়তান কুকুর ১৯
আল্লাহ পাকের নিকট সমর্পণ.....২০
অনুগ্রহ করে এই আয়াতে মুবারাকাটির বিষয়ে থামুন, একটু চিন্তা করুন!!!.....২১
মাওলার উপর আশা রাখুন.....২২

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net